R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৯০ সাল
৩রা আগষ্ট, ১৯৮৩ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

আর এস পি—কংগ্রেস বৈঠকে রাজনীতিতে নতুন মোড় ?

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার ৫৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অন্ততঃ ৩৬টিতে বামফ্রন্ট শরিক দল ক্ষমতাসীন হচ্ছেন। অবশ্য যদি বিরাট কোন অঘটন না ঘটে। সোমবার সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ সি পি এম অফিসে ফ্রন্ট শরিক দলগুলির একটি বৈঠকে প্রধান দুই শরিক আর এস পি এবং সি পি এম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করলেও বুধবার (আজ) রাত্রি ৯টা নাগাদ হঠাৎ আর এস পি নেতাদের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস এম এল এ হাবিবুর রহমানের একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে আর এস পি'র থানা সম্পাদক জাগ্রত রায়, প্রদীপ নন্দী, রাধাগোবিন্দ মণ্ডল প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকটি অঞ্চলে কংগ্রেস-আর এস পি যৌথভাবে বোর্ড গঠন করা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। মূলতঃ আর এস পি নেতাদের আমন্ত্রণেই এই বৈঠক বসে আর এস পি অফিসেই। এই বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহলে বোর্ড গঠনে যে কোন ধরনের অঘটন ঘটার আভাষ মিলেছে। এদিকে পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন নিয়ে মহকুমার সর্বত্রই জোর রাজনৈতিক তৎপরতা চলেছে। কংগ্রেসের আশা তারা প্রায় ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করতে সক্ষম হবেন। সরকারী ঘোষণায়, আগামী ১০ আগষ্টের মধ্যে গ্রাম-পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন পর্ব্ব শেষ করতে বলা হয়েছে। চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হলেই দ্বিতীয় পর্ব্বে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জঙ্গিপুর মহকুমার ৬০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে এ বছর ৫টিতে নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। ওই ৫ অঞ্চলে কাজ চালাবেন পূর্বতন গ্রাম প্রধানরাই। তারা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এস ইউ সি কর্মীদের উপর পুলিশের লাঠি, মহিলাদের লাঞ্ছনা

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ঃ বাড়তি বাস ভাড়া বাতিলের দাবীতে এস ইউ সি কর্মীরা গত কয়েকদিনে রঘুনাথগঞ্জ ও সম্মতিনগরে রাস্তা অবরোধ করলে পুলিশ প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় এস ইউ সি'র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশী ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট। এস ইউ সি কর্মীরা দুপুর নাগাদ প্রধান রাস্তার উপর বসে পড়লে পুলিশ বেধড়কভাবে লাঠি চালায়। রবি হালদার নামে এক যুবক পুলিশের হাতে এই সময় নির্মমভাবে প্রহৃত হন। পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হন মহিলা কর্মীরাও। এক মহিলা নেত্রী তাঁদের গ্রেপ্তারের জন্য মহিলা পুলিশ আনার দাবী জানাতে থাকলে এক পুলিশ অফিসারকে তাঁকে জবরদস্তি রাস্তা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। তাঁর অভিযোগ, এই সময় পুলিশ তাঁকে প্রহারও করেছে। রাস্তার দু'পাশে উপস্থিত কয়েকশো মানুষের সামনেই সমস্ত কিছু

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘি গ্রামে দুর্গা মূর্তির সন্ধান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ব্লকের গোকুলতা গ্রামের এক পুকুরে মাটি খুঁড়ে একটি দুর্গা মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। মূর্তিটি কালো পাথরের। দেবী দুর্গা সিংহের উপর অধিষ্ঠিতা হয়ে অসুরকে বধ করছেন। তার দু'পাশে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। নীচে কার্ত্তিক-গণেশ। গ্রামের জনৈক দুলাল মাল মূর্তিটি উদ্ধার করেন। গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে তেল সিঁদুর মাখিয়ে মূর্তিটিকে বর্তমানে গ্রামের হরিতলায় রেখে দেওয়া হয়েছে। বহু মানুষ প্রতিদিন মূর্তিটি দেখতে হরিতলায় ভিড় করছেন বলে জানা গেছে।

পুলিশী অন্তর্দ্বন্দ্বে থানায় উত্তেজনা, দুই ও সি হঠাৎ বদলী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জ থানায় একটি ট্রাক ছিনতাই এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'দল পুলিশের মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ায় মুর্শিদাবাদের এস পি দুলাল বিশ্বাস ওই দুই থানার ও সিকে বদলীর নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে শক্তিপুর বীট হাউসের সুনীল বিশ্বাসকে ফরাক্কায় এবং বহরমপুর পুলিশ লাইনের জাফর আলিকে সামসেরগঞ্জ থানার দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। পুলিশী সূত্রে জানা গেছে ১৮ জুলাই ৩৪নং জাতীয় সড়কে একটি ট্রাক ছিনতাই-এর চেষ্টা ব্যর্থ করতে হাইওয়ে পুলিশ গুলি চালালে ছিনতাইকারীরা আত্মসমর্পণ করে। এর পরই একদল কনষ্টেবল ফরাক্কা থানায় গিয়ে হৈ চৈ শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, ওই দুই থানার ওসির সঙ্গে আর্থিক বন্দোবস্তের দরুণই ছিনতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ নিয়ে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিলে এস পি জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও ও সি আইকে সঙ্গে নিয়ে ফরাক্কায় ছুটে যান। অবস্থা আয়ত্তে আসে এবং ওই দুই ওসিকে বদলীর আদেশ দেওয়া হয়।

রাইফেল ছিনতাই ঃ ২১ জুলাই সাঁঝ রাতে সূতীর নুরপুর পুলিশ চৌকি থেকে একদল দুর্বৃত্ত হঠাৎ হানা দিয়ে একটি রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। ব্যাপক তল্লাসীতে ওই রাত্রেই ছিনতাই হওয়া রাইফেলটি উদ্ধার করা হয়।

ষ্টেনগানসহ গ্রেপ্তার ঃ ২৪ জুলাই ধুলিয়ান ডাক বাংলোর কাছে একটি পেট্রল পাম্পে একদল ডাকাত হঠাৎ হানা দিয়ে হাজার খানেক টাকা নিয়ে বোমা ফাটাতে ফাটাতে পালিয়ে যায়। পরে সামসেরগঞ্জ পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে একটি বিদেশী ষ্টেনগানসহ দু'জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে।

সুতী পঞ্চায়েতে ফের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রাক বিদায় মুহূর্তে সুতী—১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে মিনিকীট বণ্টনে স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ওই মিনিকীটের সিংহভাগ সমিতির সভাপতি এবং কর্মাধ্যক্ষ নিজেদের পরিজন ও দলের লোকজনের মধ্যে বণ্টন করেছেন যাদের ৫০ শতাংশের কোনো নিজস্ব জমি নেই। মিনিকীট প্রাপকদের মধ্যে ২৫ শতাংশ সম্পন্ন চাষী হিসেবে পরিচিত। তাছাড়া একই পরিবারভুক্ত স্বামী, স্ত্রী, পুত্র এবং ভাই-এর নামেও মিনিকীট বণ্টন করা হয়েছে। বহুতালী গ্রাম পঞ্চায়েতে এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য (আর এস পি দলভুক্ত) ৩৫০টি মিনিকীট এবং ১২ বস্তা বাদাম ও সব্জীবীজ বণ্টন দেখিয়ে পুরোটাই আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই সদস্য যে তালিকা প্রস্তুত করে প্রাপ্ত সামগ্রী বণ্টন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রহস্যজনক চুরি সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ

ধুলিয়ান ঃ সম্প্রতি রতনপুর এস কে ইউ সি কো-অপারেটিভ সোসাইটির ঘরের দরজা ভেঙ্গে নগদ প্রায় ২ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। ইতিপূর্বেও এই সোসাইটিতে প্রায় ৩ হাজার টাকা চুরি হয় এবং দু'জন কর্মচারী হাতে নাতে ধরা পড়া সত্ত্বেও তাদের কিছুই হয়নি। প্রকাশ যে, সরকারের দেয় টাকার ৪০% পরিশোধ না দেওয়ার কারণে এই সমিতি গত ৩ বছর যাবৎ সরকার থেকে কোনও লোন পাচ্ছে না। বকেয়া অনাদায়ী লোনের অধিকাংশ মোটা টাকা কর্মকর্তারা বাকী রেখে সাধারণ কৃষকদের ভাতে মেরে চলেছেন বলে অভিযোগ মিলেছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯০ সাল

অনুপ্রবেশ

ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত যে সংবাদ আমাদের পত্রিকায় গত বুধবার প্রকাশিত হইয়াছে, একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের গত শনিবার সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের মধ্যে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। এই অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে অথবা চিহ্নিত করিতে সরকারের তরফ হইতে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠান হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। আমাদের পত্রিকা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া এই অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সুখের কথা, বিষয়টি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

তবে কাজটি যে খুব সহজসাধ্য নয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। অনুপ্রবেশ বরাবরই চলিতেছিল; বিগত এক বৎসর ধরিয়া তাহার মাত্রা বাড়িয়াছে। ভারতীয় নাগরিকত্ব না থাকিলেও অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্ত পার হইয়া পঞ্চায়েত হইতে সার্টিফিকেট কবজা করিয়া নিজেদের নামে রেশন কার্ড বাগাইয়া লইয়াছেন এবং এপার বাংলায় তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদের সহিত বসবাসও শুরু করিয়াছেন।

এই অনুপ্রবেশ যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাদিগকে চিহ্নিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে পঞ্চায়েতগুলির সহযোগিতা অপরিহার্য। আর যে পঞ্চায়েত তাঁহাদের সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাঁহারা কেমন করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহারা বাংলাদেশী, এদেশী নহেন? আরও ব্যাপার আছে। এই সব ভিনদেশী নাগরিক নাকি এখানকার নূতন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। এন্যুমারেটার বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া যে ভোটার তালিকা তৈয়ারী করেন, নূতন নাম সংযোজনের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারের রেশন কার্ড তিনি অবশ্যই দেখিবেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নাকি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দেখা হয় না। কাজেই এই চিহ্নিতকরণের কাজ কঠিন বলিয়াই মনে হয়। জেলা প্রশাসনকে নূতনভাবে এই কাজে হাত দিতে হইবে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বিদেশীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হয়ত ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের সামনে নানা বাধা আসিবে, দেশের স্বার্থে সে বাধা দূরে রাখিতে হইবে। নতুবা আপাতমধুর এবং বিষময় পরিণামের পথ প্রশস্ত হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কলেজে নৈমিত্তিক সাইকেল চুরি

আমি জঙ্গিপুর কলেজের একাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্র। কয়েকদিন আগে কলেজে ক্লাস করার সময় কলেজ চত্বরে রাখা আমার সাইকেলটি চুরি যায়। এই নিয়ে বেশ কয়েকটি সাইকেল কলেজ থেকে চুরি গেল। এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। —ওয়াজির হোসেন

॥ ভিন্ন চোখে ॥

'আষাঢ় পূরয়ে মহী নব মেঘে জল'। আষাঢ় এসেছিল বহু যুগের ওপার হতে। তবে হতাশ করেছে আমাদের। বর্ষাকে ঠিকমত আসরে নামাতে পারেনি। তাই বর্ষা এলেও আসেনি। প্রকৃতিকে সরস করে তোলে বর্ষা। এবার আষাঢ় মাসে প্রকৃতির বুকে ছিল গ্রীষ্মের সেই ভয়াল রুদ্ররূপ। গ্রাম-বাংলার মাঠ-ঘাট—খাল-বিল—সব কিছুর মধ্যে একটা নীরস রুক্ষতা। তৃষ্ণায় প্রকৃতির ছাতি যাচ্ছে ফেটে। গত বৎসর ছিল প্রচণ্ড খরা। এবারও তারই দাপট সমানে চলেছে। এসেছে শ্রাবণ। দু'একদিন ধরে শুরু হয়েছে দুর্বল ধারাপাত। তবে এ রুগ্ন বর্ষা বাঁচাতে পারবে না প্রকৃতিকে। এখন দরকার প্রচণ্ড বর্ষণের। তবুও মানুষ কিছুটা বাঁচবে। মাঠ ঘাট ছাপিয়ে জল ছুটবে। ভরবে খাল-বিল-পুকুর। মাঠে আবাদের কাজ আবার শুরু হবে। হাসি ফুটবে চাষীর শীর্ণ চোখে মুখে। ক্ষেতে-খামারে গোলায় হেমন্তের সোনার ধান ওঠা নির্ভর করছে বর্ষার উপর। 'শ্যামগম্ভীর সরসা' বর্ষা আজও নিশ্চুপ। তবে আকাশ মেদুর হয়েছে। মাঝে মাঝে শোনা যায় মেঘের মাদল। গ্রাম-বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ চেয়ে আছে শ্রাবণ আকাশের পানে।

মণি সেন

দুই কিং 'কং' এর গল্প

দুর্মুখ

গল্প লেখা, ওরে বাবা এ আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর। কিন্তু কি করবো সম্পাদকের আদেশ এবারে একটি গল্প চাই-ই, নইলে লেখার প্রয়োজন নাই। সম্পাদকমণ্ডলী, জঙ্গিপুর সংবাদ গোষ্ঠী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় গল্প নয় দুর্মুখ 'দুর হঠো' অপত্যা চাকরী রক্ষার্থে জঙ্গিপুর সংবাদের প্রাণপুরুষ দাদাঠাকুরকে স্মরণ করে দুই কিং কং এর গল্প শুরু করলাম লিখতে।

অনেক খিস্তি খেউড় করে, অনেক গালমন্দ দিয়ে তো এদেশের বেনিয়া রাজাটাকে তাড়ানো গেল। যাবার আগে সে কিন্তু রাজ্যটাকে দু'ভাগ করে দিয়ে গেল। যাই হোক বড় ভাগটাই জুটে গেল কপাল গুণে আদি ও অকৃত্রিম প্রাচীন বৃদ্ধ কং এর হাতে। কং বৃদ্ধ হ'লে কি হবে, কথায় বলে না সালসা খেলে বুড়োও সতেজ হয়, যৌবন ফিরে পায়। হলোও ঠিক তাই 'কং' রাজ্য পেয়ে রাজা হ'য়ে শক্তি সামর্থ্য ফিরে পেলো। ভুলে গেল পুরানো সব কথা দেশের প্রজাদের, প্রাচীন বাসিন্দাদের কথা। সে রাজা হয়ে হ'লো 'কিং কং'। তার দাপটে অস্থির হ'য়ে সকলে কি করে তাকে রাজ্যচ্যুত করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হ'লো। ফলে অ্যামিবার অন্তরের ভাঙ্গনের মতো কিছুদিনের মধ্যেই তার মধ্যে আধুনিকেরা একত্রিত হ'য়ে আর এক 'কং' সৃষ্টি করলো। ফলে আদি যে কং সে রাজ্যচ্যুত হ'য়ে হ'লো সনাতন কং অর্থাৎ সংক্ষেপে 'কংস'। আর কচি কং নধর মনোহর শ্রী নিয়ে কচি কচি ধারালো দাঁতের সারি নিয়ে হ'লো ইদানীং কং, সংক্ষেপে কং ই। আবার রাজত্ব হাতে থাকায় এ হলো কিং কং ই। এই ভাবে চল্‌লো বেশ কিছুদিন। কিন্তু এই ঝগড়া বিবাদের ফাঁকে ফোঁকর গলিয়ে রাজ্যের পূর্ব অংশে বামাচারী সাধকরা একত্রিত হ'য়ে দখল ক'রে বসলো সেই অংশ। অর্থাৎ সেই অংশে চালু হ'লো বামাচারীদের অষ্টব্যূহের প্রবলতম শাসন। এই অষ্ট চক্র-ব্যূহ ভেদের কৌশলস্বরূপ কংস এর পূর্বদেশের প্রিয় সেনাপতি ঠিক করলেন, তিনি কিং কং ই এর সাথে মিতালী পাতিয়ে সই হবেন। বাম ব্যূহ ভেদ করবেন। কিন্তু দেশের কংস অনুচররা তাতে সম্মত হলেন না। তারা চাইলেন, তারা আদি, তারা কংস অতএব তারা অগ্রগামী ভূমিকা নেবেন। কিন্তু নূতন শক্তিমানেরা তাতে কি রাজী হতে পারেন? তবুও অতি বুদ্ধিমান কংস সেনাপতি অনুচরদের কথা অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র পূর্বাংশে মিলিত হ'য়ে 'সই' হ'য়ে মই এ চড়ে উঠতে ইচ্ছা করলেন উপরে। কিন্তু নবীনরা কৌশলে আগে এগিয়ে ওকে পিছনে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে মিলিয়ে নিতে চাইলো ওদিকে। ওকে মিশিয়ে নিতে কিং কং এর সেনাপতি আনন্দগোপাল আনন্দে সভা ডাকলেন। কিং কং এর ছলা কলায় ভুলে গ্রাম অঞ্চলে সামান্য কিছু অংশ পেয়ে খুশি হ'য়ে উঠলো এ অঞ্চলের কংসরা এবং প্রিয় সেনাপতি। কিন্তু যদি সই পাতিয়ে মই বেয়ে উপরেই উঠা না যায় তবে আর তলপেটী খেটে লাভ কি? দুই গোপালে যদি প্রণবের ডঙ্কা বাজিয়ে কিং কং ই হ'য়ে যান, তবে এত কষ্ট করে কংস এর প্রিয় সেনাপতির প্রিয়তম হবার আশে যে ছাই পড়ে। তাই তিনি রাগে 'ইস্', 'ইস্' করতে করতে দিল্লী ছুটলেন দরবার করতে কিং কং ই এর দরবারে। দুই গোপাল অন্যায় করে সন্ধির সর্ত্ত ভেঙ্গে তাঁর কথা মত 'সই' না হয়ে, সভাতে প্রদীপ না জেলে সৌগতকে স্বাগত না জানিয়ে, আবেদিনকে আবেদন না করে, পূরবীতে সুর না তুলে যে অন্যায় করেছেন তার প্রতিকার দাবী করলেন তিনি। কিন্তু তিনি ভুলে গেলেন কংস ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখন এক রক্ত চক্ষু দানবের ছবি মাত্র। আর নবীন কিং কং অর্থাৎ কিং কং ই এখন সকল শক্তির অন্যতম অধিকারী। তার সঙ্গে মিশে নিজে সই হওয়া সম্ভব নয় বরং এখন মনের বাসনা মনে চেপে ওদিকে আগে বসিয়ে ঠোঁট কামড়িয়ে 'ইস্' বলে মনের বিষে জ্বলে পুড়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিং কং ই এর থাবার নীচে সাধ করে পড়লে, সে থাবা থেকে বের হওয়া যায় না। এখন সেই কিং কং এর গ্রেসে যেখানে বসিয়ে রাখে সেখানে বসেই হাসিমুখে দিন গুজরান করাই ভাল। তবে খেল জমেছে ভাল। এক কালের কিং কং বা কংসর প্রিয় সেনাপতি এ কালের সর্বশক্তিমান কিং কং ই এর সাথে সই পাতিয়ে বোকা বোনে থোকা হ'য়ে বসে আছেন। এখন নবীনের মন রঞ্জন করতে গিয়ে প্রিয়তম না হয়ে দাস হ'য়ে বড় জোর সেনাপত্য খুইয়ে একটা কোন বড় মুন্সীর পোষ্ট এ পোষ্টেড হবার স্বপ্ন দেখতে পারেন। এখনও গল্প শেষ হ'তে বাকী রইলো। কেননা আশু আর একটা যুদ্ধের মহড়া শুরু হচ্ছে, তখন দেখা যাবে এই সংযুক্তি অর্থাৎ দুই কং এর মিলন বামাচারীদের হাত কতট দুর্বল করতে পারে—বুক কতটা দুরুদুরু করাতে পারে। আমার গল্পটি আপাততঃ ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো॥

সমাচার সংক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থা'না প্রাইমারী এগ্রিকালচার কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটিতে কৃষকেরা ন্যায্য দামে সার, বীজ, কীটনাশক ! ওষুধ ঠিকমত না পাওয়ায় অসুবিধেয় পড়েছেন বলে জানা গেছে। ওই সংস্থাটি মূলতঃ কৃষকদের চাহিদা মেটানোর জন্যই প্রতিষ্ঠিত। ওই ব্লকের দুই-তৃতীয়াংশ সমবায় সমিতিও প্রায় লাটে উঠেছে। অথচ এগুলি চালাতে সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি। এ ব্যাপারে জেলা সমবায় সংস্থা প্রশাসক এম এল এ ছায়া ঘোষকে সব কিছুই জানানো হয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জ : ওয়ার্কমেন্স ফেডরেশনের আহ্বানে জঙ্গিপুরসহ মুরশিদাবাদ জেলার সমস্ত পুরসভার কর্মচারীরা ১১ জুলাই থেকে দাবী সপ্তাহ পালন করেন। সে সঙ্গে কর্মচারীরা পুরকর্তৃপক্ষ ও মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপিও পেশ করেন। যে সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে এই আন্দোলন সেগুলি হ'ল পুর কর্মীদের পেনসন, গ্র্যাচুইটিসহ পে-রিভিউ কমিটির রায় কার্যকর করা প্রভৃতি। রঘুনাথগঞ্জে পুর কর্মচারীদের এক সমাবেশে মালদহে সি পি এম কর্মীদের হত্যার তীব্র ভাষায় নিন্দা করে নিহত কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়।

ধুলিয়ান : ১৩ জুলাই ধুলিয়ান কাহারপাড়ার সৌভাগ্য ভাস্কর (২১) কে রাত্রে তার বাড়ীর ভেতর ঢুকে হত্যা করা হয়। বাড়ীর সীমানা নিয়ে গণ্ডগোলের ফলেই নাকি এই হত্যাকাণ্ড। পুলিশ এ ব্যাপারে তার এক কাকাতো ভাইকে খুঁজছে। সংবাদে জানা গেছে যে, ওই দিনই কৃষ্ণনগর গ্রামে একটি ধানের ক্ষেতে এক অজ্ঞাতনামা যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশের সন্দেহ তাকে খুন করা হয়েছে। ১৪ জুলাই দেবীদাসপুর গ্রামে মজলিস সেখের বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে হুমায়ুন খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রকাশ।

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৩ জুলাই রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরী গ্রামে এক বিবাহিতা মহিলার হত্যা নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর সঙ্গে যারা জড়িত তারা গা ঢাকা দেওয়ায় তাদের গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না বলে পুলিশের জনৈক মুখপাত্র আমাদের জানান। তিনি বলেন, ওই মহিলাটিকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। প্রতিদিনের মত ওই দিন রাত্রে গঙ্গাস্নান করে ফেরার পথেই তাঁকে খুন করা হয় বলে পুলিশের সন্দেহ। নিহত মহিলা স্থানীয় অঞ্চল প্রধানের বোন বলে জানা গেছে।

জঙ্গিপুর : শহরের ৩নং ওয়ার্ডের এক-জন রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অখাদ্য গম, চাল সরবরাহের অভিযোগ এনেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার একদল বাসিন্দা। তারা এ ব্যাপারে পুরসভা, এস ডি ও এবং খাদ্য নিয়ামকের কাছেও অভিযোগ পত্র জমা দিয়েছেন। এদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর পুরসভার স্বাস্থ্যরক্ষা দপ্তর ওই খাদ্য দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে।

রঘুনাথগঞ্জ : ২২ জুলাই জঙ্গিপুর মহকুমার ডি ডি টি স্প্রের সঙ্গে যুক্ত প্রায় দেড়শো কর্মী ৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে স্বাস্থ্য দপ্তরে অবস্থান বিক্ষোভ দেখায় এবং মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। ডি ডি টি স্প্রেয়ার ওয়ার্কাস ইউনিয়ন এই অবস্থানের উদ্যোক্তা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তারা নির্ধারিত মজুরী ও কাজের সরঞ্জাম ঠিক মত না পাওয়ায় কাজকর্মে অচলাবস্থা দেখা দিচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভূমিজীবী সংঘের সদস্যগণকে যোগদানের জন্য জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৩-৮-৮৩, বেলা এক ঘটিকায় কলিকাতা—১৩নং স্থিত ৪৬নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটের 'কুমার সিং হলে' উক্ত সংঘের ১৯৮৩ সালের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। ধার্য্যদিনে উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভূমিজীবী সংঘ কর্তৃক প্রচারিত।

বাড়ী বিক্রয়

ফাঁসিতলায় সি পি এম অফিসের সন্নিকটে একটি দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় হইবে। নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

বিনীত—
শ্রীমধুসূদন চ্যাটার্জী
হরিসভা, জঙ্গিপুর।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

নারকোল নার্সারী

বারমেসে এবং উচ্চফলনশীল নারকোল গাছ থেকেই যে নারকোল বীজ সংগ্রহ করা উচিত এ কথা বলাই বাহুল্য। যে সব নারকোল গাছ বারমেসে এবং বেশী ফলন দিতে সক্ষম এরূপ গাছ থেকে নারকোল বীজ সংগ্রহ করলে পরবর্ত্তী গাছের ফসল ভালো হয়।

যে সব উচ্চফলনশীল নারকোল গাছ বছরে অন্ততঃ ১০০টি ফলন দেয় এরূপ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। এক বছর অন্তর যে সব গাছ ফলন দেয় সেগুলি আলাদা করে দিন। বীজ সংগ্রহের জন্য গাছের বয়স অন্তত ২৫ থেকে ৪০ বছর হওয়া উচিত।

মনে রাখা দরকার যে যে সব গাছ নিয়মিত নারকোল ফলন দেয় সেগুলি প্রত্যেক মাসেই কুক্ষিতে একটি করে পত্র ও একগুচ্ছ পুষ্প বিন্যাস করে। সুতরাং এইরূপ গাছে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ১২টি করে বিভিন্ন পর্য্যায়ের নারকোলগুচ্ছ বর্ত্তমান থাকতে দেখা যায়। এছাড়াও, ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই অবধি চারার জন্য বীজ সংগ্রহ করা উচিত। বীজ নারকোলের আকার গোল হওয়া উচিত এবং আঙ্গুল দিয়ে ঠোকা দিলে ধাতু বাজানোর মত শব্দ হওয়া উচিত। এইরূপ পরিপক্ক বীজ-নারকোল উর্বরিত হওয়ার ১২ মাস পরেই উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর হয়। যে সব গুচ্ছের নারকোল বীজরূপে তোলা হবে সেগুলি যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য এরূপ গুচ্ছগুলিকে দড়ি দিয়ে মাটিতে নুইয়ে দিলে ভালো হয়। বীজ-নারকোল ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। গুদামে চারটির বেশী স্তরে এই বীজ-নারকোল গাদা করা উচিত নয়। বেশী গরম পড়লে বীজ-নারকোলের গাদায় জল ছিটিয়ে দেওয়া উচিত। বীজ বোনার আগে সেগুলি ১০০ লিটার জলে ৪০০ গ্রাম বি, এইচ, সি গুঁড়ো (৫০%) মেশানো মিশ্রণে ডুবিয়ে নেওয়া উচিত। উঁচু বালুর বীজতলায় ১´×১ অন্তর বীজ বোনা উচিত। প্রত্যেক সারিতে ২৫ থেকে ৫০টি করে বীজ বোনা উচিত এবং একটি বীজতলায় ৫ টির বেশী সারি হওয়া উচিত নয়। একদিন অন্তর বীজতলায় সেচ দিতে হবে। বীজ বোনার ৬—৮ সপ্তাহে বীজ অংকুরিত হওয়া শুরু করে এবং প্রায় ৬ মাস ধরে এই কাজ চলে। বীজ বোনার চার মাস পরে যে সব বীজ অংকুরিত হয় সেগুলি চারার জন্য বেছে নিন। এই ভাবে নারকোল চারা লাগালে নারকোলের ফলন ভালো হয়।

(এফ, আই, ইউ)

খেলার খবর

রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত এক মাসব্যাপী মুর্শিদাবাদ জেলার জিমন্যাষ্টিক কোচিং ক্যাম্প নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জন জিমন্যাষ্ট উক্ত ক্যাম্পে অনুশীলন করে। গত ৭ জুলাই এর সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

গ্রাম বাংলার খেলাধুলার উন্নতি সাধনে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ এক মাসের জন্য নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবে এ্যাথলেটিকস্ কোচিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে। উক্ত ক্যাম্পে জঙ্গিপুর মহকুমার ৩০ জন এ্যাথলেট রাজ্য পর্ষদের কোচ অমরেন্দ্র সোমের কাছ থেকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

পারঘাটে জুলুম

জঙ্গিপুর : পুরসভার অন্তর্গত ডোমপাড়া গাড়ী ঘাটে পারানির আদায় নিয়ে আদায়কারীরা প্রায় লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে জোর জুলুম বেশী পয়সা আদায় করছে। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কয়েকদিন আগে কলেজ হোষ্টেলের একজন ছাত্র ঘাটের লোকেদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

৩০-৭-৮৩ তারিখ সকালে বারহারোয়া—হাওড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে নিমতিতা ষ্টেশনে ঘোড়াগাড়ীতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটি ফলিও ব্যাগ যাহার মধ্যে এম, বি, এম কোং (প্রাঃ) লিঃ এর সেলট্যাক্স সম্পর্কিত অব্যবহৃত ১৫টি X X X B Form ও একটি জরুরী চিঠি খোয়া গিয়াছে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন তবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জমা দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

এম, বি, এম কোং প্রাঃ লিঃ
পোঃ অরঙ্গাবাদ
জেলা মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীতে
সরকারী অনুদান

পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ আর কোন বিতর্কের অবকাশ নাই। সীমিত পরিবারেই যে সুখ শান্তি বিরাজ করে এবং পরিবারের সন্তান সংখ্যা সীমিত বলেই যে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্নবান হওয়া সম্ভবপর হয় একথা আজ সকলেই জানেন। সকলেই জানেন, মায়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির বীজ নিহিত থাকে পরিকল্পিত পন্থায় পরিবার সীমিত রাখার সচেতন প্রয়াসের মধ্যেই। পরিবার সীমিত করার আইনানুগ ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থাগুলির প্রতিও আজ সাধারণ মানুষ আস্থাশীল। তাই বর্তমান বছরের ১লা এপ্রিল থেকে—ব্যবস্থা গ্রহণকারী যোগ্য দম্পতিদের ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হারে যে সরকারী অনুদানের প্রবর্তন করা হল—তাতে আশা করা যায় দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই সব বিজ্ঞানসম্মত পন্থা গ্রহণ করে স্বীয় পরিবার সীমিত করার আদর্শে আরো বেশী তৎপর হ'তে পারবেন।

ভ্যাসেকটমি ঃ এখন যাঁরা ভ্যাসেকটমি করিয়ে নেবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ ১৪৫ (একশ' পয়তাল্লিশ) টাকা দেওয়া হবে। (খাদ্য খরচ বাবদ ১০ টাকা ও যাতায়াত খরচ বাবদ ১৫ টাকা সহ) এছাড়া পূর্বের মতই বিনা খরচে অপারেশন ও ঔষধাদির ব্যবস্থাতো থাকছেই।

টিউবেকটমি ঃ টিউবেকটমির ক্ষেত্রে মায়েদের প্রত্যেককে নগদ অর্থ দেওয়া হবে ১৩৫ (একশ' পঁয়ত্রিশ) টাকা। (খাদ্য খরচ বাবদ ১০ টাকা ও যাতায়াত খরচ ১৫ টাকা সহ) এছাড়া আগের মতই অপারেশন সহ ঔষধাদির ব্যয়ভার সরকারই বহন করবেন।

প ঃ লুপ গ্রহণের জন্য মায়েদের প্রত্যেককে এখন থেকে দেওয়া হবে নগদ ৯ (নয়) টাকা।

উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারী অনুদান ঃ

যাঁরা উদ্যোগী হয়ে আগ্রহী দম্পতিদের যে কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ভ্যাসেকটমি, টিউবেকটমি বা লুপ গ্রহণের জন্য নিয়ে আসেন—সেই সব উদ্যোক্তাদের জন্যে বরাদ্দ সরকারী অনুদান নির্দ্ধারিত হয়েছে ভ্যাসেকটমি ক্ষেত্রে নগদ ১০ টাকা, টিউবেকটমি ক্ষেত্রে নগদ ৬ টাকা, লুপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নগদ ২ টাকা।

নিজ নিজ পরিবার, দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নতির কথা স্মরণ করে বর্তমানের এই ভয়াবহ জনস্ফীতি রোধ করতে—আমরা যেন আরো সচেতন ও আরো তৎপর হতে পারি। প্রতিটি পরিবারের কল্যাণ সাধনই পরিবার কল্যাণ কর্ম্মসূচীর মূল লক্ষ্য—একথা যেন আমরা না ভুলি।

বিঃ নং—৬৪/৮৩-৮৪

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন ঃ ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ষোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রাজনীতিতে নতুন মোড়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনে অংশও নিতে পারবেন। রাজনৈতিক সূত্রে যে সব খবর মিলেছে তাতে জানা যায়, জঙ্গিপুরে ৭টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ৫টিতে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসছেন। এগুলি হোল ফরাক্কা, সাগরদীঘি, সামসেরগঞ্জ, সুতী—২ এবং রঘুনাথগঞ্জ—১। অন্যদিকে কংগ্রেস দল এবারে ২টি পঞ্চায়েত সমিতির দখল পাচ্ছেন। ওই দুটির মধ্যে সুতী—১ ব্লকটি আগে ছিল আর এস পি'র দখলে এবং রঘুনাথগঞ্জ—২ ব্লকটি সি পি এমের। আজ রাত্রে হাবিবুর রহমানের সঙ্গে আর এস পি নেতাদের যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় তাতে রঘুনাথগঞ্জ—১ পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন সংক্রান্ত বিষয়টিও উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের আলোচনায় কি সিদ্ধান্ত হয়েছে তা জানা যায়নি। এদিকে ফ্রন্টের দুই শরিককে স্ব স্ব দলের নেতারা পরিস্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন 'প্রতিটি এলাকায় সমঝোতা করতে।' কংগ্রেস সুযোগ পেতে পারে এ ধরনের কোন কাজ কোনো শরিক করতে পারবে না—নেতারা এটাও স্থানীয় নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন। ঠিক হয়েছে সমঝোতার ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ শরিক প্রধান বা সভাপতি এবং লঘিষ্ঠ শরিক সহকারী পদটি পাবেন। এ ব্যাপারে কোনোরকম ব্যতিক্রম দেখা দিলে সি পি এম রাজ্য কমিটি স্থানীয় নেতাদের দ্রুত সে সম্পর্কে রাজ্যদপ্তরে রিপোর্ট পাঠাতে বলেছেন বলে জানা গেছে।

মহিলাদের লাঞ্ছনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটে যায় দ্রুতলয়ে। পরে ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করলে রাস্তা অবরোধমুক্ত হয়। ধৃতদের মধ্যে ১৫ জন মহিলাও রয়েছেন। তাদের সকলকেই থানা লকআপে রাতভর আটকে রেখে পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে হাজির করলে সকলেই মুক্তি পান। সোমবারের পুলিশী ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দেন মহঃ হাকিম ও মহঃ রফিক নামে দু'জন পুলিশ অফিসার। পরে অবস্থা সামলাতে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ও সি এবং এস ডি পি ও।

পঞ্চায়েতে ফের দুর্নীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, বৈষ্ণবডাঙ্গা গ্রামের ১০০, বহুতালী গ্রামের ১৮০, সিধরী ও গোপালনগর গ্রামের ২৫ জন করে ব্যক্তির নাম রয়েছে। আরও অভিযোগ, ওই পঞ্চায়েত সদস্য ২১ কুঃ ধানবীজ ১৬২'৫০ টাকা দরে বিক্রী করে সমস্ত অর্থই আত্মসাৎ করেছেন। এ ব্যাপারে ওই এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ পেশ করেছেন বলে জানা গেছে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।